

বনসাই শিল্পের আদ্যপ্রাভ



বনসাই এর পারিভাষিক অর্থ জীবন্ত ভাস্কর্য।

বনসাই এর ইতিহাস বহু পুরানো। ধারণা করা হয় প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে চীনে এর শুরু হয় এবং পরবর্তীতে চীনের অন্যান্য অঞ্চল, জাপান, কোরিয়া ও ভিয়েতনামে বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশেও এখন উন্নত মানের বনসাই কালচার চালু রয়েছে এখন এসব বিদেশেও যায়।

বনসাই বলতে বুঝায় বৃক্ষ জাতীয় গাছকে (ফেলজ ও বনজ) তার আকৃতি ঠিক রেখে সেগুলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন প্রকার টবে ধারণ করা বনসাই চাষের মাধ্যমে অল্প পরিসরে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায়। এর মাধ্যমে আনন্দ খোঁজাই বনসাই কালচারের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন ধরনের বনসাই রয়েছে ক্রম, রুটওভার রক, ফরমাল, ইনফরমাল, রুট অ্যান্সপোজ, ইনফরমাল আব্রাইট, টুইনট্রাংক, টুপলট্রাংক, মাল্টিট্রাংক, ফরেকস্ট, ডেস্টউড, ল্যান্ডস্কাপ, প্লানটিং, নিটারেটি ইত্যাদি।

এসবের মধ্যে ক্রম জাতীয় বনসাইগুলো অনেকটা ছাতার মতো দেখতে। রুটওভার রকগুলো সাধারণত টবে রাখা পাথরের ওপর বৃক্ষমূলের সুন্দর প্রকাশ আঁর রুটগুলো (বৃক্ষমূল) যখন পাথরে আবৃত না হয়ে টবে রাখা মাটির ওপর ছড়িয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে তখন সেটা হবে রুট অ্যান্সপোজ জাতীয় বনসাই। ফরমাল বনসাইয়ের ক্ষেত্রে ডালপালাগুলোর নিয়মিত শয্যাবিন্যাস দেখা যায়। যেটা ইনফরমাল বনসাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ডালপালাগুলো এলোমেলো হয়। ইনফরমাল আব্রাইট জাতীয় ইনফরমাল বনসাইয়ের মতো। তবে তা হেলানো খুলানো অবস্থায় থাকে।

বৃক্ষের দ্রুত কাণ্ড বনসাইয়ের সৃষ্টি করলে টুইনট্রাংক, তিনটি কাণ্ড মিলে করলে টুপলট্রাংক ও তিনের অধিক কাণ্ড হলে মাল্টিট্রাংক জাতীয় বনসাই হবে। বিভিন্ন প্রজাতির বনসাইকে মূলত তিনটি শ্রেণি দেয়া হয়। এগুলো স্মল শেপ যা ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়, মিডিয়াম শেপ যা ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার এবং লার্জ শেপ ২৫ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।



এটা একটি জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া আসুন দেখি কিভাবে বনসাই তৈরী করতে হয়।

চারা তৈরি : সাধারণত বনসাইয়ের চারা নার্সারি থেকে সংগ্রহ করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করেও চারা তৈরি করে নিতে পারেন। যেসব প্রজাতির বীজ পাওয়া যায় না, সেসব উদ্ভিদের অঙ্গজ পদ্ধতি অবলম্বন করে চারা তৈরি করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করেও চারা তৈরি করে নিতে পারেন। অর্থাৎ কাটিং, ঝড় বিভাজন, তেউড় বিভাজন, দাবা কলম, গুটি কলম, চোখ কলম প্রভৃতি পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে চারা তৈরি করে নিতে হয়। টব বাছাই ক্যাসকেটড বা উঁচু বনসাই ছাড়া সবরকম বনসাইয়ের জন্য ছোট বাটির টব উত্তম। টবের আকার হওয়া উচিত গাছের শাখা-প্রশাখাসহ তার বিস্তারের চেয়ে কিছুটা ছোট। আকৃতি দৃষ্টিনন্দন হওয়া চাই। টবের আকৃতি সবসময় বৃত্তাকার হতে হবে এমন নয়, আয়তাকার, বর্গাকার কিংবা দ্বিভুজাকারও হতে পারে।

টব সার মাটি প্রয়োগ : প্রথমে বিভিন্ন জাতের বনসাইয়ের জন্য আলাদাভাবে মাটি তৈরি করতে হয়। মাটি তৈরির ক্ষেত্রে জৈব সারের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। সব ক্ষেত্রেই দোআশ বা পলি মাটি ব্যবহার করা হয়। বনসাই টবের জন্য মাটি তৈরি করা খুব সহজ। প্রধানত দোআঁশ মাটির সঙ্গে জৈবসার মিশিয়ে বনসাইয়ের মাটি তৈরি করা হয় নিম্নোক্তভাবে :

দোআঁশ মাটি : পরিমাণমতো, কম্পোস্ট- ১/২ কেজি হাড় গুঁড়ো ৫০ গ্রাম, খড়ি মাটি গুঁড়ো ৫০ গ্রাম, ইট গুঁড়ো ১০০ গ্রাম, কার্টের ছাই ৭৫গ্রাম।

চারা লাগানো- কাটিং গুটি কলম বা বীজের চারা বনসাইয়ে সার-মাটি ভরে যথারীতি লাগাতে হবে। টবে জল নিষ্কাশনের ছিদ্রের ওপর ইটের কুটির পরিবর্তে এক টুকরো তারের জালি রেখে তা কিছু কাঁকর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর যথারীতি সার-মাটি ভরে চারা লাগাতে হবে।

বনসাই তৈরির খাপ : বনসাই তৈরির জন্য কাণ্ড, শেকড়, শাখা-প্রশাখা ও পাতার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট নয়। টবের ছোট গাছে প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা বয়োবৃদ্ধ গাছের সুঠাম ভঙ্গিমায় আনার চেষ্টা করতে হবে।

শাখাসমূহ: কুঁড়িভাঙা চারাকে অতিমাত্রায় বেঁটে করে রাখতে ও ঝোঁপালো করতে কুঁড়ি বা পত্রমুকুল ভেঙে দিতে হয়। ক্ষুদ্র বনসাইয়ের বেলায় তা করতে হয় বা নিরস্তর। কারণ, সবসময় বাড়ন্ত ডগা মাত্র দুটি পাতা রেখে কেটে দিতে হবে। কুঁড়িভাঙার প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিচের পাতার কাক্ষিতকুলকে বাড়তে বাধ্য করা। কারণ ওগুলো বাড়লে গাছের শাখার সংখ্যা বেড়ে পাতা ঝোঁপালো হবে।

শাখা বাছাই: বনসাইকে যে যেডলের রূপ দেয়া হবে তা স্থির করে শাখা বাছাই করা দরকার। জোড়া পাতার কক্ষ থেকে কাভের দু'পাশে দুটি শাখা গজায়। বাছাই পদ্ধতি অনুসারে এর একটিকে রাখতে হবে। নিচেরটি ডানদিকে রাখলে তার ওপরেরটি বামদিকে রাখতে হবে। আসলে বনসাইয়ের কাণ্ডের রূপ সামনের দিকে কোন শাখা থাকবে না। থাকবে কেবল ডান ও বাম দিকে এবং পেছনে কাণ্ডের মাথার দিকেও শাখা থাকতে হবে।

শাখা হাঁটাই: প্রায়শই বনসাইয়ের বয়স ৩-৪ বছর হলে তখন প্রুনিংয়ের প্রয়োজন হয়। বাছাই করা মোটা শাখাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটতে হয়। এর জন্য যে অস্ত্রটি ব্যবহার করা উচিত তার নাম কনকেভ কাটিং প্লয়ারস এর কাটার ধরন পৃথক। কাটার স্থানের চারদিক থেকে ছাল বেড়ে তাড়াতাড়ি তা ঢেকে দেয়। বন সাই পরিচর্যার জন্য স্পেশাল যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় শুধুমাত্র সেই তুলিই ব্যবহার করুন।

তার বাঁধা: কাণ্ড বা শাখাকে সুন্দর, সুঠাম ভঙ্গিমায় আনতে যেসব কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয় তার বাঁধা তাদের মধ্যে অন্যতম। সরল শাখায় তার জড়িয়ে আঁকারীকা রূপ দেয়া যায়। কাণ্ডের জন্য মোটা তার ও শাখার জন্য সরু তার প্রয়োজন। সাধারণত এজন্য তামার তার ব্যবহার করা হয়। অনেকে গ্যালভানাইজিংয়ের তারও ব্যবহার করেন। মনে রাখা দরকার, তার জড়ানোর ফলে গাছ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তার খোলার পর গাছে ছায়ায় বা হালকা ছায়ায় অল্পত সঙ্গাহনেক রাখা দরকার। প্রয়োজন বোধে দুদিনব্যব তার জড়ানো যেতে পারে; কিন্তু তা অল্পত ছয় মাস অন্তর হওয়া দরকার। বনসাই তৈরির জন্য উপযুক্ত প্রজাতির গাছ যেমন বট, পাকু, হিজল, অশ্বথ, ডুমুর, ডালিম, কদম, বাগানবিলাস, বেতন ব্রাশ, নিম, জামরুল ও তেঁতুল ইত্যাদি।

একটা সাধারণ ধারণা আছে, বনসাই বিশেষ এক ধরনের গাছ এ কথা সত্য, বিশেষ কয়েক ধরনের গাছকে সহজেই বনসাই করা যায় তবে তার মানে এই নয়, বনসাই আলাদা কোনো প্রজাতির গাছ। ছোট পাতা-ফল-ফল হয় এমন যেকোনো ধরনের বৃক্ষকে বনসাইয়ে রূপ দেওয়া যায়। যেমন- বট বা পাকুড় গাছের পাতা আকারে খুব বড়ও নয়, ফল হয় ছোট, আবার এ গাছ দীর্ঘায়ু এবং অনেক বড়ও হয়, তাই সহজে একে বনসাই করা যায়। কিন্তু রাবার গাছের পাতার আকৃতি অত্যধিক বড় হওয়ায় একে বনসাই করা যায় না। মনে রাখতে হবে, ছোট্ট একটি টবে বড় একটি গাছের ক্ষুদ্র সংস্করণই বনসাই। আবার এও মনে রাখা দরকার যে টব এবং গাছের সুসমবয় না হলে সার্ধক বনসাই সৃষ্টি হয় না। বনসাই চর্চা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন অনেক নতুন নতুন স্থানীয় গাছ বনসাই হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশে বট, আমলকী, তেঁতুল, করমচা সার্ধক বনসাই হওয়ায় যুগ যুগ ধরে এসব গাছকে বামন করার নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। কখনো গাছের সঙ্গে তার ডাল-পাতাকেও মানানসই করতে ছোট আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বনসাই এক জীবন্ত ভাস্কর্য। ধ্রুপদী জাপানি বনসাইয়ের নির্দিষ্ট কিছু আকৃতি রয়েছে। কিন্তু কোনো শিল্পকলাই যেমন নিয়মের কঠোর বেরাটোপে বন্দি নয়, তেমনি বনসাইও ধরানীধা ছাড়ে বন্দি নয়। বহু বনসাই আছে, যা নিয়ম অমান্য করেই অপরূপ হয়ে উঠেছে। যে বনসাই দেখতে ভালো লাগে, মনকে আনন্দ দেয় তাকেই সার্ধক বনসাই বলা যায়। তবে আর সব মন্ত সৃষ্টির মতো উঁচু দরের বনসাইয়েরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।



ভালো বনসাইয়ের বৈশিষ্ট্য গাছ:

গাছের সামনের চেয়ে পেছনের দিকে প্রচুর পাতা থাকতে হবে। এতে করে গাছের গভীরতা বোঝা যাবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাটা ডালপালা দেখা না যাওয়াই ভালো।

শেকড়: প্রকৃতিতে যেমন গাছের শেকড় মাটির উপরে কিছুটা থাকে, বনসাইয়ের ক্ষেত্রেও তা থাকা দরকার। ধীরে ধীরে উপরের দিকে যত উঠবে তত চিকন হবে। মূল কাভটি সবচেয়ে মোটা হবে। দুই-তৃতীয়াংশ সামনে থেকে দেখা যাবে।

শাখা-প্রশাখা : গাছের উচ্চতা থেকে অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে ডালপালা থাকবে। নিচ থেকে প্রথম ডালটি সবচেয়ে মোটা হবে। এভাবে উপরের দিকে ডাল ক্রমান্বয়ে চিকন হবে।

গাছের বহিরাবৃত্তি : গাছের বহিরাবৃত্তি অনেকটা ত্রিভুজাকার হবে। ক্ষেত্রবিশেষে গোলাকারও হতে পারে।

ফুল, ফল ও পাতা : মৃত ও অসুস্থ পাতা থাকবে না। সব পাতার একই আকার হবে। পোকামাকড় থাকবে না। ফুল-ফলে কোনো বিকৃতি থাকবে না।

পাতা : বনসাইয়ের টব বা পাত্র পরিষ্কার ও নিখুঁত হবে। টবের রঙ গাছের রঙ কিংবা ফুল, ফল ও পাতার রঙের সঙ্গে মানানসই হতে হবে। বনসাইয়ের পাত্র অপরিষ্কৃত থাকলে নশাসহ অন্যান্য পোকাকার আক্রমণ হতে পারে।

বনসাইয়ের স্টাইল নানা ধরনের হয়। তবে মূলত পাঁচটি স্টাইল।

১. ফরমাল আপ রাইট : এই রীতির গাছগুলো চারদিকে সমানভাবে ডালপালা ছড়িয়ে উপরে ওঠে।

২. ইনফরমাল আপ রাইট : এ রীতির গাছও উপরে ওঠে তবে ডালপালা সাধারণের মতো অত বিন্যস্ত নয়, একটু এলোমেলো।

৩. কাসকেড : কাসকেড রীতির গাছগুলো টবের সীমানা ছাড়িয়ে ঝরনার মতো নিচের দিকে গড়িয়ে নামে। সেমিকাসকেড বা অর্ধকাসকেড রীতির গাছ টবের প্রান্তসীমায় এসে আটকে যায়। একমাত্র কাসকেড ও সেমিকাসকেড বনসাইতে উঁচু পটটব ব্যবহার করা হয়।

৪. স্পাটিং : যে রীতির বনসাইয়ে গাছটি একদিকে হলে থাকে তাকে স্পাটিং বলে।

৫. রুট ওভার রক : পাথরের ওপর যে বনসাই লাগানো হয় তাকে বলে রুট ওভার রক। এ ছাড়াও নিটার্চিক, টুইন ট্রাঙ্ক, মাল্টি ট্রাঙ্ক, রাফট ইত্যাদি নানা স্টাইলের বনসাই হয়ে থাকে। চিনে নিন খাঁটি বনসাই কিছু দিন আগেও বাংলাদেশে বনসাই ছর্ভ ছিল। এখন অনেকেই বনসাই করছেন। ঢাকার বেশ কয়েকটি অভিজাত মোকান থেকে আপনি বনসাই কিনতে পারবেন। কিছু কিছু নার্সারিতেও বনসাই কিংবা বনসাই করার উপযুক্ত গাছ পাওয়া যায়। দুই-তিনশ টাকা থেকে কয়েক হাজার টাকা দামের বনসাই দোকানে বা নার্সারিতে কিনতে পারবেন। পত বৃক্ষমেলায় লাখ টাকার উপরে একাধিক বনসাই উঠেছিল। তবে বনসাই গুণু কিনলেই হবে না, তাকে চিনতে এবং রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গাছের বৃদ্ধি কখনো থেমে থাকে না, কাজেই যে অবস্থায় আপনি বনসাইটি কিনলেন তা কোনো স্থায়ী অবস্থা নয়। প্রতি বছরই গাছে নতুন ডালপালা আসবে, শেকড় বাড়বে এবং আপনার বনসাইয়ের চেহারা পাল্টাবে। কাজেই বনসাই কিনতে হলে এর সম্পর্কে একটু জেনেওনে কেনা ভালো।